138238 - যে ব্যক্তি তার অধীনস্ত কর্মচারীদেরকে বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করত সে কিভাবে তওবা করবে?

প্রশ্ন

তওবার চতুর্থ শর্ত 'কারো উপর যুলুম করে থাকলে হক্বদারের পাওনা তাকে ফিরিয়ে দেয়ো' সম্পর্কে আমার প্রশ্ন। কোন ব্যক্তি যদি হক্বদারের পাওনা তাকে ফিরিয়ে দিতে না পারেন; যেমন তিনি যদি কোন কর্মচারীদের পরিচালক হয়ে থাকেন এবং তাদের কোন একজনের বেতন বৃদ্ধি কমিয়ে দিয়ে কিংবা তাকে প্রাপ্য পদবী না দিয়ে তার উপর অবিচার করে থাকেন; এরপর এই পরিচালক অবসর গ্রহণ করেন তার জন্য কি তাওবা করার সুযোগ আছে। তিনি যদি তাওবা করেন তাহলে এই কর্মকর্তাকে তার অধিকার কিভাবে ফিরিয়ে দিবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

বান্দার অধিকার সংশ্লিষ্ট গুনাহ থেকে তাওবা কবুলের শর্ত হলো হক্বদারকে তাদের পাওনা ফিরিয়ে দেয়ো। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তির কাছে তার কোন ভাইয়ের অবিচার সংশ্লিষ্ট পাওনা আছে সে যেন তার ভাইয়ের জন্য তার নেকী থেকে কর্তন করে নেয়ার আগেই সেটা থেকে মুক্ত হয়। কারণ আখিরাতে দিনার ও দিরহাম নাই। আর যদি তার নেকী না থাকে তাহলে তার ভাইয়ের পাপ থেকে নিয়ে তার উপরে সেগুলো চাপিয়ে দেয়া হবে।[সহিহ বুখারী (৬৫৩৪)]

তাই যদি কেউ কারো থেকে অন্যায়ভাবে কিংবা সুকৌশলে কোন সম্পদ গ্রহণ করে থাকে তাহলে সে যেন তার থেকে মাফ চেয়ে নেয় কিংবা যে কোন মাধ্যমে সেটি তাকে ফিরিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে তাকে জানানো শর্ত নয়। আর যদি সেই ব্যক্তি মারা গিয়ে থাকে তাহলে যেন তার ওয়ারিশদেরকে প্রদান করে।

আর যদি মজলুমের কাছে পৌঁছতে সক্ষম না হয় তাহলে সে যেন তার পক্ষ থেকে দান করে দেয়।

যদি উক্ত সম্পদ ফিরিয়ে দিতে না পারে এবং মজলুম থেকে ক্ষমা চাইতেও না পারে তাহলে সে যেন তার মাঝে ও তার প্রভুর মাঝে তাওবা করে। হতে পারে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করে দিবেন।

নববী (রহঃ) 'রাওযাতুত ত্বালেবীন' গ্রন্থে (১১/২৪৬) বলেন: আর যদি এর সাথে (গুনাহর সাথে) কোন আর্থিক অধিকার যুক্ত

হয়; যমেন- যাকাত না দয়ো, অন্যায়ভাবে সম্পদ আত্মসাৎ করা, মানুষরে সম্পদে কোন অপরাধ করা তাহলে এর সাথে (তাওবার সাথে) দায় মুক্ত হওয়া আবশ্যক। যমেন যাকাত প্রদান করার মাধ্যমে, মানুষরে সম্পদ তাদরেকে ফরিয়িে দয়োর মাধ্যমে যদি সটো অটুট থাকে, আর যদি না থাকে তাহলে ক্ষতপিূরণ দয়োর মাধ্যমে। কংিবা হক্বদার থকেে মাফ চয়েে নয়োর মাধ্যমে; যাতে করে হক্বদার তাকে দায়মুক্ত করে দয়ে।

যদি হক্বদার সটো না জনেে থাকে তাহলে তাকে জানানো আবশ্যক। যদি হক্বদার অনুপস্থতি থাকে তাহলে তার কাছে পৌঁছয়িে দয়ো আবশ্যক; যদি সখোন থকেে আত্মসাৎ করে থাকে। যদি হক্বদার মারা যান তাহলে তার ওয়ারশিদরেকে সমর্পণ করা। যদি তার কোন ওয়ারশি না থাকে এবং তার কোন খোঁজ না পাওয়া যায় তাহলে এমন কোন বচিারককে সটো হস্তান্তর করবে যার চরত্রি ও দ্বীনদারি সন্তোষজনক। যদি তা সম্ভবপর না হয় তাহলে তা দরদ্রিদরে মধ্যে বণ্টন করে দবিে এ নয়িতে যে তাকে পাওয়া গলেে তাকইে ক্ষতপিূরণ পরশিোধ করব...।

যদি অস্বচ্ছল হয় তাহলে স্বচ্ছল হলে ক্ষতপিূরণ দয়োর নয়িত করব। যদি স্বচ্ছল হওয়ার আগইে মারা যায় তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দবিনে।

নববী বলনে: আমি বলব: সহহি সুন্নাহ্গুলোর বাহ্যকি মর্ম অবচিারকৃত হক্ব দাবী করাকে সাব্যস্ত কর; এমনকি যদি ব্যক্তি অস্বচ্ছল ও অক্ষম অবস্থায় মারা যায় তবুও; যদি সে গুনাহকারী হয়ে থাকে। পক্ষান্তর, যদি এমন কোন অবস্থায় ঋণ নয়িে থাকে যে অবস্থায় ঋণ নয়ো বধৈ এবং মৃত্যু অবধি উক্ত ঋণ পরশিোধে তার অক্ষমতা চলমান থাকে কংিবা ভুলবশতঃ কোন কছিু নষ্ট করে থাকে এবং মৃত্যু পর্যন্ত ক্ষতপিূরণ দতিে সক্ষম না হয় তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী আখরিাতে তার কাছে সটো আর চাওয়া হবে না। যহেতেু তার থকেে কোন গুনাহ হয়নি। এবং আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাশা হচ্ছে তনিি হক্বাদারকে এর বনিমিয় দয়িে দবিনে...।

পক্ষান্তর, গীবতরে খবর যদি যার গীবত করা হলো তার কাছে না পৌঁছ: আমি আল-হানাত্বী ফতোয়াসমগ্রে দখেছেি যে, তার ক্ষত্রেে অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থনা করাই যথষ্টে। আর যদি যার গীবত করা হলো তার কাছে সংবাদ পৌঁছে থাকে তাহলে তার কাছে এসে তার থকেে মাফ চয়েে নয়োয় হলো পদ্ধতি। যদি তার মৃত্যুর কারণে সটো সম্ভবপর না হয় কংিবা দূরবর্তী স্থানে অনুপস্থতি হওয়ার কারণে সটো সম্ভবপর না হয়: সক্ষেত্রেে আল্লাহ্র কাছে ইস্তগিফার করব। ওয়ারশিগণ মাফ করে দলিওে সটো ধর্তব্য নয়। আল-হানাত্বী এভাবইে উল্লখে করছেনে।[সমাপ্ত]

অতএব আর্থকি অধকিারগুলোর ক্ষত্রেে সগেুলো মজলুমকে ফরিয়িে দয়ো আবশ্যক। আর ভাবগত অধকিারগুলোর ক্ষত্রেে অনুশোচনা ও ক্ষমাপ্রার্থনা করাই যথষ্টে; যদি সটো মজলুম পর্যন্ত না পৌঁছ।

আপনি যা উল্লখে করছেনে "কর্মচারীর বতেন বৃদ্ধি কময়িে দয়ো" কংিবা "তাকে তার প্রাপ্য পদবী না দয়ো" এতে আর্থকি সীমালঙ্ঘন ঘটছে। তা হলো সে যে সম্পদ পতে সটো থকেে তাকে বঞ্চতি করা। এবং এতে ভাবগত সীমালঙ্ঘনও ঘটছে।

আর তা হলো তাকে তার উপযুক্ত পদবী থেকে পছিয়ে দেয়া।

সুতরাং আর্থকি অধকিাররে ব্যাপারে আপনার উপর আবশ্যক হলো: এর হক্বাদার থকেে মাফ চয়েে নয়ো কংিবা তাকে এ পরমিাণ সম্পদ পরশিোধ করা যতটুকু সম্পদ থকেে সে আপনার যুলুমরে কারণে বঞ্চতি হয়ছে।

আপনি যদি কাউকে দয়িে মজলুমরে কাছে সুপারশি করাতে চান তাহলে আপনি সটো করতে পারনে এবং সুপারশিকারী তার থকেে ক্ষমা চাইতে পার।

যদি এ দুটোর কোনটি করতে না পারনে তাহলে বশেি বশেি অনুতপ্ততা প্রকাশ করুন এবং ইস্তগিফার করুন এবং আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করুন যাতে করে আল্লাহ্ তাআলা কয়িামতরে দনি আপনার পক্ষ থকেে পরশিোধ করে দনে।

পক্ষান্তরে ভাবগত অধকিাররে ক্ষত্রেে মজলুম যদি সটো না জানে তাহলে কবেল অনুতপ্ত হওয়া ও ইস্তগিফার করাই যথষ্টে। আর যদি সে জনেে থাকে তাহলে তার থকেে মাফ চাওয়া আবশ্যক; যদি না এর ফলে বড় ধরণরে কোন অঘটনরে আশংকা না করে থাকনে।

আমরা আল্লাহ্র কাছে দোয়া করছি তনিি যনে আপনার তাওবা কবুল করে ননে, আপনাকে দায় মুক্ত করে দনে এবং আপনাকে তাঁর আনুগত্যরে পথে সাহায্য করনে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।